বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ, ১৯৭৩

(১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ২৬ নং আদেশ)

[৩১ শে মার্চ, ১৯৭৩]

যেহেতু অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সহায়তা ও অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে জনগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন অর্থ ও উপহারের ব্যবস্থাপনা, এবং ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির সম্পত্তিতে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির অংশ হইতে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ করা যাইবে এইরূপ অর্থ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা এবং পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির সম্পত্তি হইতে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার অংশের অর্থ ও সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করা সমীচীন;

এবং যেহেতু অসুস্থ ও আহত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বেসামরিক গোলযোগ এবং অনুরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের জন্য [১][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি] প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩য় অনুচ্ছেদ মোতাবেক, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। (১) এই আদেশ [২][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি] আদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,-

[৩][(ক) "নির্বাচক পদ" অর্থ কার্য নির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, সচিব বা নির্বাচিত সদস্য অথবা পরিচালনা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান বা নির্বাচিত সদস্যদের পদ;

(কক) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ কোনো শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি;

(ককক) "সাধারণ পরিষদ" অর্থ অনুচ্ছেদ ৮ এর অধীর গঠিত সোসাইটির সাধারণ পরিষদ;]

(খ) "পরিচালনা বোর্ড" অর্থ অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন গঠিত সোসাইটির পরিচালনা পরিষদ;

(গ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঘ) "সভাপতি" অর্থ [৪][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি] এর সভাপতি;

(ঙ) "তপশিল" অর্থ এই আদেশের তপশিল;

(চ) "সোসাইটি" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত [৫][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি];

---

১ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে উপ-দফা (ক), (কক) এবং (ককক) বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ছ) "শাখা" অর্থ অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন গঠিত সোসাইটির শাখা।

৩। (১) [১][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি] নামে একটি সোসাইটি থাকিবে, যাহার প্রথম সদস্যগণ হইবেন সেই সকল ব্যক্তি যাহারা এই আদেশ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য বা যে কোনো পদের সদস্য ছিলেন এবং বাংলাদেশে বসবাসরত আছেন।

(২) সোসাইটির প্রথম সদস্যগণ এবং যাহারা উহার সদস্য হইবেন, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত সদস্য হিসাবে বহাল থাকিবেন, তাহাদের সমন্বয়ে [২][বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি] নামে একটি বডি কর্পোরেট হইবে, এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। (১) সোসাইটি উহার সকল কার্যক্রমে নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশূন্যতা, স্বাধীনতা, সার্বজনিনতা, মানবিকতা এবং অন্যান্য সকল মৌলিক নীতি অনুসরণ করিবে এবং [৩][আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট] এবং জেনেভা কনভেনশনের বিধি-বিধান মানিয়া চলিবে।

(২) সোসাইটি সরকারি কর্তৃপক্ষের সহায়ক হিসাবে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিবে এবং সর্বদা [৪][আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট] এর মূল নীতিমালা অনুসারে কাজ করিবে।

(৩) সোসাইটি উহার প্রতিক হিসাবে সাদা জমিনের উপর [৫][রেড ক্রিসেন্ট] এর কূলমর্যাদা চিহ্ন (হেরাল্ডিক চিহ্ন), জেনেভা কনভেনশন এবং উক্ত প্রতিকের পবিত্রতা সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন অনুসারে, ব্যবহার করিবে।

৫। সোসাইটির উদ্দেশ্যসমূহ হইবে প্রথম তপশিলে উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং উহার তহবিল উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সোসাইটির সভাপতি হইবেন।

[৬][৭। [৭][(১) প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক শহরে সোসাইটির একটি করিয়া শাখা গঠিত হইবে।]

(২) পরিচালনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, প্রতিটি শাখার প্রশাসনিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) একজন ভাইস-চেয়ারম্যান;

(গ) একজন সচিব; এবং

---

১ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস" শব্দগুলির পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪ "রেড ক্রস" শব্দগুলির পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ "রেড ক্রস" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেড ক্রিসেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৬ অনুচ্ছেদ ৭ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৭ এবং ৭ক বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৭ দফা (১) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) অন্যান্য [১][আট] জন সদস্য।

[২][(৩) জেলার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সিটির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র উক্ত শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন।

ব্যাখ্যা।- "জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" বা "সিটি কর্পোরেশনের মেয়র" অর্থে সাময়িকভাবে উক্ত পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।]

(৪) ভাইস-চেয়ারম্যান, সচিব এবং [৩][আটজনের মধ্যে পাঁচজন] সদস্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন; এবং অন্য তিনজন সদস্য, [৪][সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে সোসাইটির সদস্যগণের মধ্য হইতে সোসাইটির চেয়ারম্যান] কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

[৫][* * *]

(৬) কোনো শাখা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তে যে কোনো ব্যক্তিকে সোসাইটির যে কোনো মর্যাদার সদস্য পদে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি, ধর্ম বা রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ব্যতিরেকেই বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকিবে।

[৬][(৭) এই অনুচ্ছেদে "সিটি" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বা রাজশাহী সিটি।]

৭ক। *[বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৪ ধারাবলে বিলুপ্ত।]*

৮। নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং মেয়াদে মনোনীত শাখার প্রতিনিধি;

(খ) সোসাইটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ;

(গ) পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ,

[৭][(ঘ) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া প্রতিনিধি।]

৯। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে-

(ক) সোসাইটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কোষাধ্যক্ষ; এবং

---

১ "ছয়" শব্দের পরিবর্তে "আট" শব্দ বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ "ছয়জনের মধ্যে তিনজন" শব্দগুলির পরিবর্তে "আটজনের মধ্যে পাঁচজন" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪ "সোসাইটির চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে সোসাইটির সদস্যগণের মধ্য হইতে সোসাইটির চেয়ারম্যান" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ দফা (৫) বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৬ দফা (৭) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সংযোজিত।

৭ উপ-দফা (ঘ) বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১][(খ) এই আদেশ এবং তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত বারোজন সদস্য।]

[২][* * *]

(২) অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন নিযুক্ত সোসাইটির মহাসচিব *পদাধিকারবলে* পরিচালনা পরিষদের সচিব হইবেন।

(৩) সাধারণ পরিষদের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, সোসাইটির বিষয়সমূহ ও কার্যক্রমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে, সোসাইটি যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারে পরিচালনা পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৪) দফা (১) এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে, তবে প্রতি তিন মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

[৩][**৯ক।** (১) কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ হইবে কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা পরিচালনা পরিষদের নির্বাচক পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া তিন বৎসর।

[৪][(১ক) দফা (১) এ যাহা কিছুই থকুক না কেন, কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে সোসাইটির চেয়ারম্যান, অথবা পরিচালনা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাপতি, জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলে, কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।]

(২) কার্যনির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, সচিব অথবা কোনো সদস্য অথবা [৫][পরিচালনা পরিষদের কোষাধ্যক্ষ বা সদস্য] বা ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সাময়িক শূন্য হইলে, উক্ত শূন্যপদ এই আদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি অনুসারে নির্বাচন বা, ক্ষেত্রমত, মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে, এবং উক্তরূপে নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটির বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

৯খ। (১) যদি কোনো কারণে, কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদের নির্বাচক পদে উহার মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা না যায়, তাহা হইলে কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে সোসাইটির চেয়ারম্যান, অথবা পরিচালনা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাপতি, এইরূপ কমিটি বা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে তিন মাসের জন্য *এডহক* কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, *এডহক* পরিচালনা পরিষদ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) *এডহক* কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পরিষদ অনুচ্ছেদ ৭ বা, ক্ষেত্রমত, অনুচ্ছেদ ৯ এ উল্লিখিত কর্মচারী এবং অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) *এডহক* কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা বোর্ড, কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের নির্বাচক পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে, এবং *এডহক* কমিটি বা বোর্ড নিযুক্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে এইরূপ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

---

১ উপ-দফা (খ) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (১ক) বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৬ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৩ অনুচ্ছেদ ৯ক এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৯ক, ৯খ, ৯গ, ৯ঘ এবং ৯ঙ বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (১ক) বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৫ "পরিচালনা পরিষদের সদস্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিচালনা পরিষদের কোষাধ্যক্ষ বা সদস্য" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

(৪) অনুচ্ছেদ ৯ক এর দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দফা (৩) এ উল্লিখিত সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা বোর্ডের মেয়াদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে গণনা করিতে হইবে।

৯গ। (১) কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে সোসাইটির চেয়ারম্যান, অথবা পরিচালনা বোর্ডের ক্ষেত্রে সভাপতি, যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ড সঠিকভাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিতেছে না অথবা সোসাইটির স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করিতেছে, তাহা হইলে তিনি, লিখিত আদেশ দ্বারা, কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা বোর্ডকে, আদেশে উল্লেখিত মেয়াদের জন্য, স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) দফা (১) এর অধীন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে-

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের পদে থাকা সকল ব্যক্তি উক্তরূপ পদে আর বহাল থাকিতে পারিবেন না;

(খ) স্থগিতকালীন কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের সকল ক্ষমতা এবং দায়িত্ব [১][অনুচ্ছেদ ৯খ] এর অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত *এডহক* কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, *এডহক* পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালিত হইবে।

(৩) স্থগিতকরণের সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পর, কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ড এই আদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ৯ক এর দফা (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, দফা (৩) এর অধীন পুনর্গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের মেয়াদ এইরূপ কার্যনির্বাহী কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের নির্বাচক পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন হইতে গণনা করিতে হইবে।

৯ঘ। অনুচ্ছেদ ৯ক এবং ৯খ এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা বোর্ডের সাময়িক শূন্য পদের অবশিষ্ট মেয়াদ এক বৎসরের কম হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা বোর্ডের উক্ত শূন্য পদে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না।

৯ঙ। কেবল কার্যনির্বাহী কমিটি [২][বা সাধারণ পরিষদ] বা, ক্ষেত্রমত, পরিচালনা বোর্ডের কোনো পদে শূন্যতা বা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কার্যনির্বাহী কমিটি [৩][বা সাধারণ পরিষদ] বা পরিচালনা বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।]

১০। (১) সভাপতি তিন বৎসেরর জন্য সোসাইটির চেয়ারম্যান [৪][* * *] নিয়োগ করিবেন, তবে [৫][তিনি] সভাপতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি পর পর দুইবারের অধিক মেয়াদের জন্য চেয়ারম্যান হিসাবে [৬][* * *] নিযুক্ত হইবেন না:

---

১ "অনুচ্ছেদ ৭খ" শব্দ, সংখ্যা ও বর্ণের পরিবর্তে "অনুচ্ছেদ ৯খ" শব্দ, সংখ্যা ও বর্ণ বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "বা সাধারণ পরিষদ" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৩ "বা সাধারণ পরিষদ" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৪ "এবং কোষাধ্যক্ষ" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৫ "তাহারা" শব্দের পরিবর্তে "তিনি" শব্দ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৬ "বা কোষাধ্যক্ষ" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে বিলুপ্ত।

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত পদে নিযুক্ত ব্যক্তি সোসাইটির আজীবন সদস্য না হইলে এইরূপ নিয়োগের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি সোসাইটির আজীবন সদস্য হইবেন।

(২) সাধারণ পরিষদ উহার বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাইস-চেয়ারম্যান [১][এবং এই আদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ] নির্বাচন করিবে।

১১। (১) চেয়ারম্যান সোসাইটির প্রধান নির্বাহী হইবেন, এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোষাধ্যক্ষ সোসাইটির তহবিল এবং আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে হিসাবের যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবেন।

(৩) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত, বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অর্ডার, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২) এ সংজ্ঞায়িত, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা প্রতি বৎসর সোসাইটির সকল হিসাব নিরীক্ষিত হইবে, এবং নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে হিসাব রক্ষিত হইবে, এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হইবে।

১২। (১) পরিচালনা বোর্ড সোসাইটির একজন মহাসচিব এবং একজন উপ-মহাসচিব, পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, নিয়োগ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সোসাইটির আজীবন সদস্য না হইয়া থাকিলে, তিনি নিয়োগের ত্রিশ দিনের মধ্যে সোসাইটির আজীবন সদস্য হইবেন।

(২) সোসাইটির একটি সচিবালয় থাকিবে এবং মহাসচিব সচিবালয়ের প্রধান হইবেন, এবং মহা-সচিবের অনুপস্থিতিতে উপ-মহাসচিব উক্তরূপ প্রধান হিসাবে এবং মহা-সচিবের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সোসাইটির চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, মহাসচিব এবং উপ-মহাসচিব পদে সাময়িক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৩। সাধারণ পরিষদ প্রতি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বৎসরে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং এইরূপ একটি সভা সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা হইবে।

১৪। (১) সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে:-

(ক) মহাসচিব কর্তৃক উপস্থাপিত সোসাইটির বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ;

(খ) কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ববর্তী বৎসরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন;

(গ) পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক বাজেট অনুমোদন;

[২][(ঘ) প্রয়োজন হইলে, সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কোষাধ্যক্ষ এবং পরিচালনা বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচন;]

(ঙ) উক্ত সভায় বিবেচনার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো প্রতিনিধি বা পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক উত্থাপিত অন্য যে কোনো বিষয় বিবেচনা।

(২) বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীসহ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সভায় গৃহীত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

---

১ "এবং এই আদেশের বিধান অনুযায়ী সোসাইটির" শব্দগুলির পরিবর্তে "এবং এই আদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ উপ-দফা (ঘ) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১][**১৪ক।** এই আদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিতে যাহা কিছু থাকুক না কেন, অনুচ্ছেদ ৯ক এর দফা (২) এ উল্লিখিত সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান বা কোষাধ্যক্ষ অথবা পরিচালনা বোর্ডের কোনো সদস্যের সাময়িক শূন্য পদ পূরণের নির্বাচন অথবা অনুচ্ছেদ ৯খ এর দফা (৩) বা অনুচ্ছেদ ৯গ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত পরিচালনা বোর্ডের নির্বাচক পদে সাধারণ নির্বাচন, প্রয়োজনে, সাধারণ পরিষদের যে কোনো সভায় অনুষ্ঠিত হইবে।]

১৫। সাধারণ পরিষদ, প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায়, সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে, সোসাইটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিচালনা বোর্ডের বারোজন সদস্যকে তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ যতদিন সোসাইটির সদস্য থাকিবেন ততদিন তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন।

[২][* * *]

১৬। (১) সাধারণ পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৭২ সনের ৪ জানুয়ারি তারিখে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আদেশ দ্বারা সরকার কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির *এডহক* কমিটি সোসাইটির *এডহক* সাধারণ পরিষদ হিসাবে গণ্য হইবে এবং পরিচালনা বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা বোর্ডের কার্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) *এডহক* সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব হইবে:

(ক) এই আদেশের অধীন বিধি প্রণয়ন এবং ১৯৭৩ সনের ৩১শে মের পূর্বে উহা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনে প্রকাশ করা;

(খ) ১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বরের পূর্বে সোসাইটির শাখাসমূহ গঠন করা;

(গ) ১৯৭৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা।

(৩) *এডহক* সাধারণ পরিষদ যদি দফা (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে না পারে বা শাখা গঠন করিতে না পারে অথবা সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে না পারে, তাহা হইলে সভাপতি *এডহক* সাধারণ পরিষদ বিলুপ্ত করিবেন এবং এই আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সোসাইটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অনধিক পনেরো জন সদস্য সমন্বয়ে নূতন *এডহক* সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করিবেন।

(৪) দফা (৩) এর অধীন নিযুক্ত নূতন *এডহক* সাধারণ পরিষদ, যদি থাকে, সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য, অনধিক ছয় মাস, দায়িত্ব পালন করিবে।

১৭। (১) এই আদেশ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে:

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির এবং উহার তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাখার এবং উহাদের অন্যান্য শাখার সকল সম্পদ সোসাইটিতে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হইবে;

ব্যাখ্যা।- "সম্পদ" অভিব্যক্তি অর্থে অধিকার, বিশেষাধিকার, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তিসহ ইমারত, যানবাহন, জাহাজ, নগদ জমা, ব্যাংক আমানত, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ, স্টক এবং শেয়ার এবং এইরূপ অধিকার, বিশেষাধিকার, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত সকল সুদ, এবং সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং অন্যান্য সকল দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

---

১ অনুচ্ছেদ ১৪ক বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৪ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

২ শর্তটি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৬ ধারাবলে বিলুপ্ত।

(খ) কেবল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখা বা বাংলাদেশ গঠিত হইয়াছে এইরূপ ভূ-খন্ডের সুবিধার জন্য পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি বা উহার তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখা কর্তৃক উদ্ভূত সকল ঋণ ও দায়, গৃহীত সকল বাধ্যবাধকতা এবং উহার সহিত বা উহা দ্বারা সম্পাদিত সকল চুক্তি এবং প্রদত্ত সম্মতি সোসাইটির নিকট হস্তান্তরিত হইবে বা উহা কর্তৃক উদ্ভূত, গৃহীত, সম্পাদিত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি বা উহার তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখা দ্বারা বা উহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে দায়েরকৃত সকল মামলা এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা সোসাইটি দ্বারা বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী চালমান বা অগ্রবর্তী হইবে;

(ঘ) পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির এবং উহার তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী সোসাইটি কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হস্তান্তরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সোসাইটির চাকরি অব্যাহত রাখা বা না রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সোসাইটি উপর ন্যস্ত হইবে:

(ক) দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির সম্পত্তিতে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির অংশীদারিত্বের যে সকল অর্থ এবং সম্পত্তি সোসাইটিকে বরাদ্দ করা যাইবে;

(খ) পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার অংশীদারিত্বের সকল অর্থ এবং সম্পত্তি পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির সম্পদের অংশীদারিত্ব হইতে সোসাইটি কর্তৃক প্রাপ্য; এবং

(গ) সোসাইটির উদ্দেশ্য পূরণে সোসাইটি বরাবরে দান করা সকল উপহার।

১৮। বিশ্বযুদ্ধের সময় যৌথ যুদ্ধ কমিটি, ভারতীয় শাখা, ইংল্যান্ডের সেন্ট জেরুজালেমের অর্ডার এবং ব্রিটিশ রেড ক্রস সোসাইটির জন্য চাঁদা বা দান বা উহাদের উদ্দেশ্যে করা আবেদনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সোসাইটি উহার স্বীয় বিবেচনায়-

(ক) অনুচ্ছেদ ১৭ এর দফা (২) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন সোসাইটির উপর ন্যস্ত স্থায়ী আমানত বা আয় অথবা এইরূপ স্থায়ী আমানত বা আয়ের যে কোনো অংশ বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধ বা বাংলাদেশ হইতে সশস্ত্রবাহিনী নিযুক্ত রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোনো দেশে সংঘটিত যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধাহত, অসুস্থ বা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাহিরে সামরিক উদ্দেশ্যে [১][রেড ক্রিসেন্ট ডিপো] পরিচালনা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে;

(খ) প্রথম তপশিলে বর্ণিত যে কোনো উদ্দেশ্যে বা বাংলাদেশে দুর্ভোগজনিত অসুস্থতা হইতে মুক্তি লাভের জন্য স্থায়ী আমানত বা উহার কোনো অংশ ব্যতিত অন্যান্য সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় ব্যবহার করিতে পারিবে।

---

[১] "রেড ক্রস ডিপো" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেড ক্রিসেন্ট ডিপো" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১৯। (১) [১][রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট] কার্যক্রম পরিচালনার সাধারণ নীতিমালা সাপেক্ষে, পরিচালনা বোর্ড অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত সকল অথবা কোনো একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গঠিত অন্য যে কোনো সমিতি বা সংস্থাকে সোসাইটির অধিভুক্ত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সমিতি বা সংস্থার মাধ্যমে এইরূপ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিল বা সরঞ্জমাদি বরাদ্দ বা বিতরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) সোসাইটি ইহার অধিভুক্ত সমিতি বা সংস্থার কার্যাবলী নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করিতে পারিবে।

(৩) ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি অথবা ইহার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাখার অধিভুক্ত সকল সোসাইটি বা সংস্থা এই আদেশের অধীনে সোসাইটির অধিভুক্ত বলিয় গণ্য হইবে।

২০। পরিচালনা বোর্ড সোসাইটির যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে যে কোনো প্রকার উপহার গ্রহণ ও অধিকারে রাখিতে পারিবে, এবং এইরূপ উপহার গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ উদ্দেশ্যে, অনুচ্ছেদ ২৩ এর অধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, সরাসরি বা শাখার মাধ্যমে বা অনুচ্ছেদ ১৯ এর অধীন অধিভুক্ত কোনো সোসাইটি বা সংস্থার মাধ্যমে অথবা উক্তরূপ উদ্দেশ্যে চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এজেন্সির মাধ্যমে ব্যবহার করিতে পারিবে।

২১। সোসাইটি উহার বিষয়াবলি ও কার্যক্রম দক্ষভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে, সময় সময়, তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

[২][**২১ক।** আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা কোনো চুক্তি, কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়, রয়োদাদ বা সিদ্ধান্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) সোসাইটি এবং সোসাইটি কর্তৃক এককভাবে বা [৩][কোনো রেড ক্রস সংস্থা বা অন্য কোনো রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা] এর সহিত যৌথভাবে মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং স্থাপনা অলাভজনক আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং সোসাইটিতে বা সোসাইটির অধীনে বা এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা স্থাপনায় কর্মরত যে কোনো ব্যক্তি মানবতার সেবায় নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ সেবার জন্য প্রদত্ত যে কোনো পারিশ্রমিক সম্মানী হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সোসাইটি বা দফা (ক) এ উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা স্থাপনা অথবা উহাদের কোনো কার্যালয়কে কারখানা আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৪ নং আইন), দোকান এবং স্থাপনা আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৭ নং আইন), শ্রম কর্মসংস্থান (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৮ নং আইন), বা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন সংজ্ঞায়িত "কারখানা", "দোকান", "স্থাপনা", "বাণিজ্যিক স্থাপনা", "শিল্প স্থাপনা" বা "শিল্প" হিসাবে গণ্য হইবে না;

(গ) সোসাইটি বা দফা (ক) এ উল্লিখিত কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং স্থাপনার কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কোনো ইউনিয়ন অথবা সমিতি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ২৩ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইলে, ঐ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এইরূপ নিবন্ধন বাতিল হইবে।

---

১ "রেড ক্রস" শব্দগুলির পরিবর্তে "রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ২১ক বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৩ "অন্য কোনো রেড ক্রস সংস্থা" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো রেড ক্রস সংস্থা বা অন্য কোনো রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ১১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২২। সোসাইটি প্রথম তপশিলে বর্ণিত যে কোনো অথবা সকল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হইতে পারিবে।

[১][**২৩।** (১) পরিচালনা বোর্ড, সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, এই আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশের দিন হইতে উহা কার্যকর হইবে।]

২৪। এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ব্যতীত সোসাইটি বিলুপ্ত হইবে না।

২৫। রেড ক্রস সোসাইটি আইন (১৯২০ সনের ১৫নং আইন) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

---

১ অনুচ্ছেদ ২৩ বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

প্রথম তপশিল

(অনুচ্ছেদ ৫)

১। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর অসুস্থ এবং আহত সদস্যদের জেনেভা কনভেনশনের নীতি অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান এবং সশস্ত্র বাহিনী স্বাস্থ্য সেবার স্বীকৃত সহায়তাকারী হিসাবে কনভেনশন দ্বারা সোসাইটির উপর ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বিশ্বাস, শ্রেণী অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য ব্যতীত মানব দুর্ভোগ প্রতিরোধ এবং নির্মূল।

৩। [১][আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্টে] এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল দেশের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।

৪। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে সাইক্লোন, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দূর্ভিক্ষ, বেসামরিক গোলযোগ এবং অন্যান্য দুর্যোগজনিত দুর্ভোগ এবং পীড়া প্রশমনে সাহায্য প্রদান।

৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ এবং রোগজনিত দূর্দশা প্রশমন।

৬। নার্সিং এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ প্রদান।

৭। মাতৃত্বকালীন ও শিশু-কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা।

৮। দেশের যুব সমাজকে সোসাইটির দক্ষ অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া তোলা।

৯। অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।

১০। হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ সুবিধা এবং পোষাক সরবরাহের নিমিত্ত কর্ম-অংশীদারি আয়োজন করা।

১১। সোসাইটির অনুরূপ উদ্দেশ্য অগ্রগতি সাধনের জন্য [২][আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরিষদ বা সংগঠনে সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করা।

১২। সোসাইটি কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অনুমোদিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ।

দ্বিতীয় তপশিল

[অনুচ্ছেদ ১৭(২)]

	তহবিলের নাম	৩০শে জুন, ১৯৪৮ পর্যন্ত পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির শেয়ার
১।	ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি	৪১,৭৪,২০৮-৬-৩ রুপি
২।	ভারতীয় বাহিনীর চিকিৎসা-পরবর্তী সুশ্রসা তহবিল	৪,৮১,২৩২-১৪-০ রুপি
৩।	লেডি কেমসফোর্ড সর্ব-ভারতীয় মাতৃত্বকালীন এবং শিশুকল্যাণ ব্যুরো-সেনাবাহিনীর শিশুকল্যাণ তহবিল	৯১,২২৫-০-০ রুপি
৪।	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বৃত্তি তহবিল	১,৮৩,৬৬৯-৪-০ রুপি

---

১ "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সংস্থা" শব্দগুলির পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস" শব্দগুলির পরিবর্তে "আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট" শব্দগুলি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৫ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।